খোতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফা মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক ১৪ই নভেম্বর ২০১৪ তারিখে লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত জুমআর খোতবার সারাংশ

তাশাহ্হুদ, তাউয, তাসমিয়া ও সূরা ফাতেহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আইঃ) বলেন,

আজও আমি হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বর্ণিত কিছু ঘটনাবলী উপস্থাপন করব, যা মসীহ্ মাওউদের জীবনের বিভিন্ন দিক এবং আঙ্গিকের উপর আলোকপাত করে। এছাড়াও হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর ব্যক্তিগত জীবনেরও কিছু দিক স্পষ্টভাবে ফুটে উঠে আমাদের সামনে। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) তাঁর নিজের সম্পর্কে বলেন যে, আমি জ্ঞানের ভিত্তিতে বলছি যে, আমি হযরত মসীহ্ মাওউদকে পিতা হওয়ার কারণে মানি নি, বরং আমার বয়স যখন এগারো ছিল আমি দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হই যে, যদি আমার গবেষণায় নাওযুবিল্লাহ্ তিনি মিথ্যা প্রমানিত হন তাহলে আমি ঘর থেকে বেড়িয়ে যাব। কিন্তু আমি তাঁর সত্যতা বুঝেছি আর আমার ঈমান উত্তর উত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। এমনকি যখন তাঁর ইন্তেকাল হয় তখন আমার বিশ্বাস আরো দৃঢ়তা লাভ করে। এরপর তিনি বলেন যে, আমি যখন তাঁর হাতে বয়াত করি তখন আমার অনুভূতির জগতে দশ বছর বয়সে এমন এক গতি সঞ্চার হয় যা ভাষায় বর্ণনা করার মত নয়। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কীভাবে দোয়ার বিষয়ে অনুপ্রাণীত করতেন, শৈশবেই দোয়ার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করতেন বা উৎসাহিত করতেন দোয়ার বিষয়ে। এ সম্পর্কে তিনি বলেন যে, আল্লাহ্‌র প্রেরিত মসীহ্, যাঁকে আল্লাহ্ তা'লা বলেছিলেন যে, উজিবু কুল্লা দুয়ায়েকা ইল্লা ফি শুরাকায়িক। এর মাধ্যমে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে যে, আমি তোমাদের, তোমার শরিকদের সাথে সম্পর্কযুক্ত দোয়া ছাড়া বাকি সব দোয়া গ্রহন করব তোমার। তিনি লেখেন যে, হেনরী মার্টিন ক্লার্ক সংক্রান্ত মামলার সময় আমাকে অর্থাৎ যখন আমার বয়স নয় বছর ছিল তখন আমাকে দোয়ার জন্য বলতেন, ঘরের চাকর-বাকরকেও, চাকর-চাকরানিদেরকেও দোয়ার জন্য বলতেন। অতএব সেই ব্যক্তি যাঁর সব দোয়া গ্রহন করার প্রতিশ্রুতি আল্লাহ্ তা'লা দিয়ে রেখেছিলেন, তিনি অন্যদের দ্বারা দোয়া করানো যদি আবশ্যক মনেকরেন তবে বাকিদের এদিকে কতটা মনোযোগ নিবদ্ধ করা উচিত। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ইলহাম, উজিবু কুল্লা দুয়ায়েকা ইল্লা ফি শুরাকায়িক। অনেকে হয়তো এ দোয়ার কথা জানে না। এক মোকদ্দমা বা মামলার প্রেক্ষাপটে তিনি দোয়া করছিলেন, যা তাঁর অংশীদাররা অর্থাৎ নিকটাত্মীয়রা সম্পত্তির ভাগ পাওয়ার জন্য, যারা তার বংশেরই অংশ ছিল, অপর দিকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ভাই মির্যা গোলাম কাদের মরহুম সাহেবের পক্ষ থেকে। তিনি মামলা লড়ছিলেন তার বংশের পক্ষ থেকে, অপর দিকে এক সরকারি কর্মকর্তাও ছিল। যার সাথে তাদের আত্মীয়তাও ছিল। মির্যা গোলাম কাদের সাহেবের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, মামলা আমাদের পক্ষে যাবে আর সম্পত্তি যেহেতু আমাদের নিয়ন্ত্রনে আছে আর বংশ পরম্পরায় আমাদের নিয়ন্ত্রনে রয়েছে। কিন্তু দোয়ার পর মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রতি ইলহাম হয় যে, তোমার সব দোয়া গৃহীত হবে কিন্তু এই অংশীদারদের সম্পর্কে দোয়া গৃহীত হবে না। এরপর তিনি তাঁর আত্মীয়-স্বজনকে বলেন যে, উকিলদের পিছনে অনর্থক পয়সা নষ্ট করো না। মামলায় তোমরা হেরে যাবে, কিন্তু তার ভাইয়ের দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো বা আস্থা ছিলো। নিম্ন আদালতে মামলার সিদ্ধান্ত মসীহে মাওউদ (আ.) এর ভাই-এর পক্ষে যায়। চীফ কোর্টে এপিল হয়। চীফ কোর্টে তার ভাই মামলা হেরে যান। মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন যে, এটি কীভাবে হতে পারে যে তিনি মামলায় জিতবেন কেননা আল্লাহ্ তা'লা স্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দিয়েছিলেন।

একটা প্রসিদ্ধ মকদ্দমা বা মামলা আছে দালান সম্পর্কীত মসীহে মাওউদ (আ.)-এর যুগে যাতে তার নিজের বংশের বিরোধীরা যাতায়াতের পথে একটা দেয়াল দাড় করিয়ে দেয়। সেই সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) বলেন, আমি তখন মাত্র এক বালক ছিলাম কিন্তু আমার খুব ভালোকরে মনে আছে, আমাদেরই কিছু আত্মীয়-স্বজন পথিমধ্যে খুঁটি গেড়ে দিতো যেন নামায পড়তে আসলে রাতের অন্ধকারে সেই সমস্ত খুটির কারনে হোঁচট খায় আর এমনি হতো। সেই কিলক বা খুটি উঠিয়ে ফেলে দিলে তারা ঝগড়া আরম্ভ করতো। এ ছাড়া আমার খুব ভালভাবে মনে আছে, বিরোধীরা মসজিদে মোবারকের সামনে প্রতিবন্ধক প্রাচীর দাঁড় করিয়েছে, আহমদীরা খেপে যায়। তারা সেই প্রাচীর ভেঙে ফেলতে চায়। মসীহে মাওউদ (আ.) বলেন যে, আমাদের কাজ হলো, ধৈর্য্য ধারণ করা আর আইন মেনে চলা। আমার মনে আছে আমি বালক ছিলাম। আল্লাহ্ তা'লার ফজলে আমি আশৈশব সত্য স্বপ্ন দেখতাম। স্বপ্নে দেখেছি যে, প্রাচীর ভেঙে দেয়া হচ্ছে। মানুষ একেকটি ইট উঠিয়ে ফেলে দিচ্ছে, আর এমন মনে হয় যেন ইতিপূর্বে কিছুটা বৃষ্টিও হয়েছিল। সেই অবস্থায় আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, মসজিদের দিক থেকে খলিফাতুল মসীহ আওয়াল (রা.) আসছেন ।তিনি বলেন, মামলা যখন রায় হয় আর দেয়াল যখন ভেঙে দেয়া হয়। আর অবিকল তাই হয়েছে। সেদিন কিছুটা বৃষ্টিও হয়েছে। আর দরসের পর হযরত খলিফাতুল মসীহ আওয়াল যখন ফিরে আসেন তখন দেয়াল ভেঙে দেয়া হচ্ছিল আর আমিও দাঁড়িয়েছিলাম। আর এই স্বপ্নের কথা যেহেতু ইতিপূর্বে তাকে আমি শুনিয়েছি তাই আমাকে দেখতেই খলিফাতুল মসীহ আওয়াল রা. বলেন,মিয়া দেখ, আজকে তোমার স্বপ্ন পূর্ণ হয়েছে।

। বাচ্চাদের মন রাখা, মন জয় সর্ম্পকে এক জায়গায় একটি ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, আমার শৈশবের কথা মনে আছে। আমার আম্মা কখনো অসন্তুষ্ট হয়ে বলতেন যে, এর মাথা খুবই ছোট। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর কথা বলতেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তখন বলতেন, এটি তো কোন কথা হলো না। তাই আসল যা দরকার তা হলো, আল্লাহ্

এবং তাঁর রসুলের শিক্ষাকে বুঝা এবং সেগুলোকে নিয়ে প্রণিধান করা। সেগুলো বুঝার চেষ্টা করা, কুরআনকে বুঝা। এটি প্রকৃত বাস্তবতা যার ফলে মনমস্তিষ্ক আলোকিত হয়।

সরকারের প্রতি বিশ্বস্ততা সর্ম্পকে তিনি এক জায়গায় বলেন, আমি বালক ছিলাম খুবই অল্প বয়স। তখন আমি মসীহ্ মাওউদের মুখে সরকারের প্রতি বিশ্বস্ততার কথা শুনি। আর তখন থেকেই আমি তার নির্দেশের ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকি। আমি আমার আন্তরিক বন্ধুদের সাথেও এ বিষয়ে মতভেদ করি। জামাতের নেতৃবৃন্দের সাথেও মতভেদ করি। অনেকের বির্তক করার অভ্যাস থাকে যে, অমুক কাজের জন্য সরকারের আদেশ আমাদের মান্য করা উচিত নয়। হুযূর বলেন, শরীয়তের ক্ষেত্রে তা মানা যাবে না। বাকী সবক্ষেত্রে তা মানা আবশ্যক। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) বিষয়টি আরও স্পষ্ট করেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এই দৃস্টিকোণ থেকে ইংরেজ সরকারকে আর্শিবাদ বলেছেন। অনেকে আপত্তি করে, ইংরেজদের স্বরোপীত বৃক্ষ। তিনি বলেন, তারা আমাদের স্বাধীনতা দিয়েছেন এজন্য আর্শিবাদ বলেছেন। আর এ কারণে তাদের প্রশংসা করেছেন। এর অর্থ এই নয়, ইংরেজ বেশি ন্যায়পরায়ণ।

কলমের জিহাদ বা লেখনীর জেহাদ সর্ম্পকে তিনি বলেন, নবীদের হৃদয় অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হয়ে থাকে। এক তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়ে কারো প্রতি অনেক বেশি অনুগ্রহ অনুভব করে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বইপত্র যখন দিবারাত্র ছাপতো তখন তিনি রাতের পর রাত না ঘুমানো সত্ত্বেও যখন কোন ব্যক্তি রাতের বেলা তার কাছে কোন পান্ডুলিপি নিয়ে আসতো আর দরজায় আওয়াজ শুনে তিনি নিজেই দরজায় চলে যেতেন তা আনার জন্যে। আর লিপিকার যখন লিখে নিয়ে আসতেন তিনি নিজে তা নিয়ে আসার জন্য যেতেন এবং তাকে বলতেন, জাযাকুমুল্লাহু আহসানাল জাযা'।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাহাবারা তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এবং তাঁর পদমর্যাদা সর্ম্পকে কতটুকু সজাগ ছিলেন এজন্য তারা কাউকে গণনায় আনতেন না। এ সর্ম্পকে একটি ঘটনা হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) বর্ণনা করেন, এই ঘটনা বর্ণনার পরে তিনি এই দিকে দৃষ্টি রেখেছেন যে, আমাদের যুবক শ্রেনীর স্মরণ রাখা চাই, ইসলামী নৈতিক চরিত্র এবং ইসলামীক শিক্ষার প্রতি সব সময় মনোযোগ থাকা চাই। তিনি তার এক খুতবায় লিখেন, আমি দেখেছি, যুবকদের ইসলামী শিষ্টাচার শিখানোর ব্যাপারে মনোযোগী দেয়া হয় না। যুবকরা নির্দ্বিধায় একে অপরের গলায় হাত রেখে চলাচল করে। এমনকি আমার সামনেও তারা এটি করতে দ্বিধা করে না। তাদের কোন চেতনাই নেই যে, এটি একটি অপছন্দনীয় বিষয়। তাদের পিতামাতা এবং শিক্ষকরা কখনোই এ বিষয়ের দিকে মনোযোগ দেন নি। অথচ এ বিষয়গুলো মানব জীবনের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে বলে আমি দেখেছি। অনেকের শৈশবের তরবিয়তের গভীর প্রভাব আমার ওপর এখনো আছে। সেই সব ঘটনা যখন আমার মনে পড়ে তখন মন থেকে অবলীলায় দোয়া বের হয়। একবার এক ছেলের কাধে কনুই রেখে আমি দাঁড়িয়েছিলাম। মাষ্টার কাদের বখ্শ সাহেব যিনি মৌলভী আব্দুর রহিম দার্দ সাহেবের পিতা ছিলেন আমাকে এটি হতে বারণ করেন। তিনি বলেন যে, এটি খুবই অপছন্দনীয় অভ্যাস। তখন আমার বয়স বার কি তের বছর হবে। কিন্তু সেই চিত্র যখন আমার চিত্রপটে আসে তখন মন থেকে তাঁর জন্য দোয়া বের হয়। অনুরূপভাবে মুরাদাবাদী এক সুবেদার সাহেব তার একটি কথা আমার মনে আছে, সুবেদার সাহেব আমাকে একদিকে নিয়ে যান এবং বলেন আপনি হযরত মসিহ মাওউদ (আ.) এর সন্তান এবং আমাদের জন্য সম্মানিত আর এ কথা ভালোভাবে স্মরন রাখবেন যে তুমি শব্দ সমবয়সিদের জন্য ব্যবহার হয় বুযুর্গদের জন্য নয়। মসিহ মাওউদ (আ.) এর জন্য এ শব্দের ব্যবহার আমি কোনভাবেই সহ্য করতে পারিনা। এটি সম্পর্কে আমাকে প্রথম সবক বা পাঠ দিয়েছেন। অতএব ইসলামের শিষ্ঠাচারের প্রতি আমাদের বিশেষভাবে মনোযোগ দেওয়া উচিৎ।

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) একটি ঘটনা বর্ননা করেন,তিনি বলেন আমরাও শৈশবে বিভিন্ন খেলা খেলতাম আমি সাধারনত ফুটবল খেলতাম। কাদিয়ানে এমন কিছু মানুষ আসলো যারা ক্রিকেটের খেলোয়ার ছিল তারা একটি ক্রিকেটের টিম গঠন করে। হযরত মুসলেহ মাওউদ(রা) বলেন যে, একদিন তারা আমার কাছে আসে আর বলে যে যাও হুযুর হযরত মসিহ মাওউদ(আ) কে বল যে তিনিও যেন খেলার জন্য আসেন। আমি ভিতরে যাই তিনি একটি বই লিখছিলেন তখন। আমি যখন আমার আসার উদ্দেশ্য স্পষ্ট করলাম। তিনি কলম নিচে রেখে দেন এবং বলেন তোমাদের ক্রিকেটের বল মাঠের বাইরে যাবেনা কিন্তু আমি সেই ক্রিকেট খেলছি যার বল পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌছাবে। এখন দেখ তার বলকি পৃথিবীর প্রান্ত পর্যন্ত পৌছেনি? এটি সেই বল যা কাদিয়ানে বসে হযরত মসিহ মাওউদ(আ) হিট করেছেন যা পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌছাচ্ছে।

আরেকটি ঘটনা বর্ণনা করেন হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী আল মুসলেহ মাও্উদ (রা.)। তিনি বলেন এ ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে। তিনি বলেন যে ধর্মের ক্ষেত্রে পরিশ্রম করা ছাড়া মানুষ সম্যান পেতে পারে না। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলতেন যে আমাদের যুগে সকল সম্মানকে আমাদের সাথে সংশ্লিষ্ট করেছেন। অর্থাৎ এখন এই যুগে যা মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর যুগ সকল সম্মান মসীহ্ মাও্উদ (আ.) এর সাথে সংশ্লিষ্ট।

অতএব ধর্ম থেকে যদি কেউ কল্যাণমন্ডিত হতে চায় তাহলে এর্ উপায় হলো নিজেকে সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর দরবারে সমর্পণ করা। পুরো জাতি যদি এটি করে তাহলে তাদের উপর বিশেষ কৃপা বর্ষিত হবে এবং তারা সকল ময়দানে সাফল্য অর্জন করবে। আমদের জামাতের জন্যও একই পদক্ষেপ নেওয়া উচিৎ।

মসীহ্ মাওউদের হাতে বয়াতের পর আমাদেরকে অন্যদের চেয়ে পৃথক হতে হবে। আল্লাহর পবিত্র সত্তায় ঈমান এবং বিশ্বাসের ক্ষেত্রেও আমাদের ভিন্ন হওয়া উচিৎ, অগ্রগামী হওয়া উচিৎ, ইবাদতের ক্ষেত্রেও অন্যদের চেয়ে আমাদের আলাদা হওয়া উচিত। উন্নত মানে উপনিত হওয়ার চেষ্টার ক্ষেত্রে অন্যদের তুলায় এগিয়ে থাকা উচিত। উন্নত চারিত্রিক গুনাবলি অর্জনের ক্ষেত্রেও

আমাদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট থাকা চাই। আইন মেনে চলার ক্ষেত্রেও আমাদের আদর্শ স্থানীয় হওয়া উচিত। এক কথায় এক আহমদীর সবার চেয়ে স্বতন্ত্র হওয়া চাই। তাহলেই মসীহ্ মাওউদ (আ.) যেভাবে বলেছেন, বয়াত থেকে সত্যিকার অর্থে আমরা লাভবান হতে পারব বা সত্যিকার অর্থে আমরা বয়াতের কল্যাণ লাভ করতে পারব। একবার এহসান এবং স্বদ্ব্যবহার সংক্রন্ত ঘটনা বর্ণনা করেছেন, একবার এক সরকারী কর্মকর্তা কাদিয়ানে আসে আর বলে যে আপনারই শহরের অধিবাসী আপনি তাদের সাথে কোমল ব্যবহার করুন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে এই কথা বলে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, মডিহ্ শাহ্ কোন এক ব্যক্তি সেখানে ছিল, বলেন যে মডিহ্ শাহ্কে জিজ্ঞেস কর। কখনও কি একবারও এমন হয়েছে যে সে নিজের পক্ষ থেকে হুল ফোটানোর চেষ্টা করেনি অর্থাত যত ক্ষতি করা যায় ক্ষতি করেনি আর একেই জিজ্ঞেস কর একবারও কি এমন হয়েছে যে আমি অনুগ্রহ করতে পারতাম আর আমি তার প্রতি অনুগ্রহ করিনি। সে মাথা ঝুকিয়ে এর পর বসে যায় আর কিছুই বলতে পারেনি। তার পবিত্র নৈতিক আদর্শের এ ছিল দৃষ্টান্ত। আমাদের জামাতের উচিত নৈতিক চরিত্রের ক্ষেত্রে আদর্শ স্থানীয় হওয়া। লেনদেনের ক্ষেত্রে এত স্বচ্ছ হওয়া উচিত যে ঘরে এক পয়সা না থাকলেও মানুষের আমানতে হাত দিবে না। কথা এত সুমিষ্ট এবং ভালবাসার সাথে বলা উচিত যে অন্যদের হৃদয়ে যেন এর অনুপম প্রভাব পরে। মানুষ যে বিষয়ে অভ্যস্ত হয়ে যায় সেই অভ্যাসের কারণে কোন কাজ করা তার জন্য আর কষ্টকর হয় না। এ বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন যে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর পবিত্র মুখে এ বিষয়ের কথা আমি বার বার শুনেছি যে আল্লাহ তা'লার পক্ষ থেকে দুধরনের পরীক্ষা আসে। এক ধরনের পরীক্ষা সেগুলো যাতে বান্দাকে স্বাধীনতা দেয়া হয় যে তুমি আমার কাছে যে স্বাচ্ছন্দের নিমিত্তে কোন কথা প্রস্তাব করতে পার। তিনি এ দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে বলেন যে মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলতেন যে দেখ ওযু একটি পরীক্ষা। শীতকালে যখন মারাত্নক শীত লাগে, শীতল বাতাস প্রবাহিত হয়, সামান্য বাতাস লাগলেই মানুষের কষ্ট হয়।

দ্বিতীয় অংশের কথা তিনি উল্লেখ করেননি যে, দ্বিতীয় পরীক্ষা কী । হযরত মসীহ্ মাওদ(আ.) -এর আরএকটি উদ্ধৃতি আমি পড়ছি যাতে তিনি পরীক্ষার পেছনে কী প্রগ্যা রয়েছে তা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন যে, দেখ, আল্লাহ্ তাল্া বান্দাদের সকল কষ্ট থেকে মুক্ত করে সকল প্রকার বিলাসতিার মাঝে রাখার পূর্ণ শক্তি রাখতেন । তাদের জীবন হত রাজকীয় জীবন তাদের জন্য সবসময় বিলাসিতাপূর্ণ জীবনের উপকরণ সৃষ্টি করা হত, কিন্তু তিনি এমনটি করেননি । আসলে এতে বড় বড় রহস্য এবং ভেদ অন্তর্নিহিত থাকে । দেখ, পিতা মাতা মেয়েকে কত ভালবাসেন বরং বেশীরভাগক্ষেত্রে ছেলেদের তুলনায় মেয়েরা বেশী প্রিয় হয়ে থাকে পিতামাতার কাছে। কিন্তু একটি সময় এমন আসে যখন পিতা মাতা তাকে নিজেদের জীবন থেকে আলাদা করে দেন । সেই সময়টি এমন হয়ে থাকে যে, যা সহ্য করার জন্য অনেক বর মন চাই । উভয় পক্ষের অবস্থা বড় শোচনীয় হয়ে থাকে অর্থাৎ পিতামাতাও মেয়ের বিদায়ের সময় কাঁদেনা মেয়েও কাঁদে । প্রায় চৌদ্দ পনের বছর একজায়গায় থাকে অবশেষে বিচ্ছিন্নতার মূহুর্তটি বড় হৃদয় বিদারক হয়ে থাকে । এই বিচ্ছিন্নতাকে কোন নির্বোধ যদি নির্দয় আচরন আক্ষা দিয়ে থাকে তা যথার্থ হবে কিন্তু এ মেয়ের ভিতর এমন কিছু শক্তিবৃত্তি থাকে যার বহিপ্রকাশ ঘটে সেই বিচ্ছিন্নতার পর, যা স্বামীর ঘরে জীপনযাপনের ফলে প্রকাশ পায়, যা উভয়পক্ষের জন্য রহমত বা বরকতের কারন হয় । খোদাপ্রেমিকদের অবস্থাও একই ,তাদের মাঝে কিছু এমন সুপ্ত নৈতিক চরিত্র থেকে থাকে, যতদিন সেই কষ্ট এবং কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন না হয় সেগুলোর প্রকাশ পাওয়া সম্ভব হয়না। দেখ, আমরা যারা মহানবী (সা.) এর পবিত্র চরিত্রের বর্ণনা দেই , বড় অহংকার ও বিরত্বের সাথে দিয়ে থাকি। আর এটি এজন্য যে , মহানবী (সা.) এর জীবনে সে উভয় যুগ এসেছিলো। নতুবা এই শ্রেষ্ঠত্ব কীভাবে বর্ণনা করা সম্ভব হত? অর্থাৎ স্বাচ্ছন্দ্যেরও আর কষ্ট এবং দুঃখের যুগও ছিল। দুঃখের যুগকে খারাপ দৃষ্টিতে দেখবে না এটি খোদার নৈকট্য এবং আনন্দকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে। এই স্বাদ পাওয়ার জন্য যা খোদার নৈকট্য প্রাপ্তরা পেয়ে থাকে জাগতিক নিজ সকল আনন্দ এবং ভোগ-বিলাসকে পরিত্যাগ করতে হয়। আল্লাহ তালার নৈকট্য প্রাপ্ত হওয়ার জন্য যা আবশ্যক তা হলো কষ্ট সহ্য করা আর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা আর প্রতিদিন এক নতুন মৃত্যুকে স্বাগত জানাতে হয়। মানুষ যখন জাগতিক কামনা বাসনা এবং রিপুর উপর পূর্ণ মৃত্যু আনয়ন করে তখন সে সেই জীবন লাভ করে যার কখনও অবসান ঘটে না, যার পর আর কখনও মৃত্যু আসে না। এই হলো পরীক্ষার প্রজ্ঞা পরীক্ষার পিছনে হিকমত। তিনি বলেন, একবার যখন আমার বয়স ৯ বা ১০ বছর হবে, আমি এবং আর একজন ছাত্র ঘরে খেলছিলাম, সেখানে আলমারিতে একটি বই ছিল,যাতে নীল রঙয়ের বুক মার্ক ছিল, আমাদের দাদা সাহেবের সময়ের। আমরা নতুন নতুন জ্ঞান অর্জন করছিলাম। এই বই খোলার পর দেখলাম লেখা আছে এখন জীব্রাঈল আর নাযেল হয় না। আমি বললাম যে, এটি ভ্রান্ত কথা, আমার পিতার প্রতি নাযেল হয়। সেই ছেলে বলল যে, জীব্রাঈল আসে না, বইতে লেখা আছে। আমাদের মাঝে বিতর্ক হয়। আমরা উভয়ে হযরত সাহেবের কাছে গেলাম অর্থাৎ হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর কাছে। উভয়েই নিজ নিজ কথা বললাম। তিনি বলেন যে, বইতে ভুল কথা লেখা আছে, জীব্রাঈল এখনও আসে। এরপর তিনি তাঁর নিজের একটা ঘটনা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে, নির্বুদ্ধিতার সূচক ঘটনাবলীর মাঝে আমার নিজের একটি ঘটনা এখনও মনে পড়ে। অনেক সময় এটি স্মরণ করে আমি হেসেছি। আমার অনেক সময় চোখে পানিও এসে গেছে। কারণ আমি এটিকে অনেক মূল্যবান মনে করি। আমার জীবনের যে সমস্ত ঘটনাবলী নিয়ে আমি গর্ব করি সেগুলোর মাঝে একটি আমার নির্বুদ্ধিতার সাথে সম্পর্ক রাখে। তা হলো, হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর যুগে এক রাতে আমরা উঠানে ঘুমাচ্ছিলাম। গরম কাল ছিল। আকাশে মেঘ আসে। আর গুড়ু গম্ভীর গর্জন আরাম্ভ হয়। তখনই কাদীয়ানের পাশে কোন স্থানে বিদ্যুৎপাত হয়। কিন্তু গর্জন এমন গুড়ু গম্ভীর ছিল যে কাদীয়ানের প্রত্যেক ঘরের মানুষ ভেবেছে যে এই বিদ্যুৎ হয়ত তাদের ঘরেই আঘাত হেনেছে। এই গর্জন এবং মেঘের কারণে মানুষ নিজ নিজ কক্ষে চলে যায়। বিদ্যুতের এই গর্জনের পর আমরা যারা উঠানে ঘুমাচ্ছিলাম, আমরা ভিতরে চলে যাই। আজ পর্যন্ত আমার সেই

দৃশ্য মনে আছে। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) যখন ভিতরের দিকে যাচ্ছিলেন তখন আমি আমার উভয় হাত হযরত মসীহ মাওউদের পবিত্র মাথায় রাখি যে, যদি বিদ্যুৎপাত ঘটে তাহলে যেন আমার উপরে পড়ে। পরে আমার যখন বোধ-বুদ্ধি হয় তখন আমার একথা ভেবে হাসি পায় যে বিদ্যুৎ থেকে যদি আমরা নিরাপদ থাকি তাহলে তার কারণেই, এটি নয় যে আমাদের কারণে তিনি বিদ্যুৎ থেকে নিরাপদ থাকবেন। হযরত মৌলভী আব্দুল করীম সাহেবের মৃত্যুর ঘটনা বর্ণনা করেন যে, ১৯০৫ সন আসে। মৌলভী আব্দুল করীম সাহেব অসুস্থ হন। আমার বয়স ১৭ বছর ছিল। যখন তার মৃত্যুর সংবাদ শুনলাম আমার সহ্য শক্তি হারিয়ে যায়। আমি দৌড়িয়ে আমার কামরায় ঢুকে যাই আর দরজা বন্ধ করে দেই। এরপর এক প্রাণহীন লাশের মত বিছানায় পড়ে যাই। আমার চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত আরম্ভ হয়। তা অশ্রু তো ছিল না বাধ ভাঙ্গা নদী ছিল।

এরপর ১৯০৮ সনের কথাও তিনি উল্লেখ করেন যে, আমার জন্য এটি বড় কষ্টকর ছিল। আমি কি সব আহমদীর জীবনে একটা নতুন যুগের সূচনার কারন হয়েছি। এটি সে বছর সেই স্বত্তা যিনি আমার প্রাণহীন দেহের জন্য আত্মা সদৃশ ছিলেন, আমাদের আলো বিহীন চোখের জন্য দৃষ্টিশক্তি ছিলেন, আমাদের অন্ধকারাচ্ছন্ন হৃদয়ের জন্য জ্যোতি স্বরূপ ছিলেন তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। এটি বিচ্ছিন্নতা নয় বরং কেয়ামত ছিল। পায়ের তলায় মাটি ছিল না আমাদের। মনে হয় যেন আকাশ স্থানচ্যুত হয়েছে। আল্লাহ তা'লা স্বাক্ষী তখন কোন অন্ন বস্ত্রেরও চিন্তা ছিল না। শুধু একটিই চিন্তা ছিল যে, যদি সারা পৃথিবীও হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কে পরিত্যাগ করে আমি তাকে পরিত্যাগ করব না। আর এই জামাতকে আবার সারা পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করব। আমি জানি না আমি এই অঙ্গীকার কতটা পালন করেছি কিন্তু আমার নিয়্যত এবং অভিপ্রায় ও সংকল্প সব সময় এটিই ছিল যে, আমার কাজ যেন এমনই হয়। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে জামাতের প্রতিটি সদস্য আজকে এবং পরে আগত সদস্যরাও এ কথার স্বাক্ষী হবে যে, তিনি অঙ্গীকার যথাযথভাবে পালন করেছেন। বরং আমাদের জন্যও অঙ্গীকার পালন কাকে বলে সেই বিষয়টা স্পষ্ট করে গেছেন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকেও অঙ্গীকার রক্ষা করার তৌফিক দান করুন।

এখন আমি দুই ব্যক্তির নমায-এ-জানাযা পড়াব। একটি জানাযা হাযের। এটি মোহতরমা সুরাইয়া বেগম সাহেবার জানাযা, চৌধুরী আব্দুর রহীম সাহেবের স্ত্রী, যিনি মুলতানের অধিবাসী। আজকাল যুক্তরাজ্যের মেনচেষ্টার-এ বসবাস করছিলেন। ১১ই নভেম্বর তার ইন্তেকাল হয়। ৭৭ বছর বয়সে। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিওন। নেক, পূণ্যবতী, নামাযে অভ্যস্ত, উন্নত চরিত্র, ধৈর্য্যশীলা।

দ্বিতীয়টি হলো গায়েবানা জানাযা। জনাব মাহমুদ আব্দুল্লাহ্ সবুতী সাহেবের যিনি ইয়ামেন এর অধিবাসী। সবুতী সাহেব ৯ ই নভেম্বর ২০১৪ সনে দীর্ঘ অসুস্থ্যতার পর ইহধাম ত্যাগ করেছেন। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিওন। তার পিতা তাকে জামেয়া আহমদীয়া রাবওয়ায় শিক্ষার উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছেন। সেখান থেকে মৌলভী ফাযেল পাশ করেন। জনাব গোলাম আহমদ সাহেব মুবাল্লেগ সিলসিলাহ্ হওয়ার পর তিনি ইয়ামেন-এ নিযুক্ত হন। ইয়ামেন-এ ২৪ শে মে ১৯৩৪ সনে তার জন্ম হয়। তার পিতা জনাব আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মদ ওসমান সবুতী সাহেব ইয়ামেনের প্রথম আহমদী। তিনি জনাব গোলাম আহমদ সাহেবের মাধ্যমে বয়াত করেছেন। মরহুমের পিতা তাকে ১৯৫২ সনের জুনে রাবওয়ায় পাঠান জামেয়ায় পড়ালেখার জন্য যেখানে মরহুম মৌলভী ফযেল পরীক্ষা পাস করেন। আর তিনি প্রথম কোন বিদেশী যে মৌলভী ফাযেল পরীক্ষা পাস করেছে। একইভাবে জামেয়া থেকে শাহেদ পরীক্ষাও পাস করেছেন। শাহেদ ডিগ্রী লাভ করেছেন। ১৯৬০ সনে মুবাল্লেগ হিসেবে ইয়ামেন ফিরে আসেন।

আত্মীয় স্বজন আহমদী হোক বা গয়ের আহমদী তাদের সাথে সুসম্পর্ক রাখতেন। তাদের সাথে রিতীমত দেখাশুনা এবং সাক্ষাত ছিলো তার। ছেড়ে যাওয়া আত্মীয় স্বজনের মাঝে সৈয়্যদা নাসীম শাহ সাহেবা ছাড়াও পাঁচ ছেলে এবং বারো জন পুত্র পৌত্র এবং পৌত্রী রেখে গেছেন। তার এক ছেলে কানাডায় রয়েছে। নাসের আহমদ সাহেব এখানে যুক্তরাজ্যেই আছেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের পদমর্যাদা উন্নীত করুন। তার সন্তান সন্ততিকে তার পদাঙ্ক অনুসরণের তৌফিক দিন।

Khulasa Khutba Juma Huzoor Anwar,Bangla (14-11-2014)

BOOK POST (PRINTED MATTER)

To

.....

.....

From :Ahmadiyya Muslim Mission,Uttar hazipur, Diamond Harbour,743331,24 parganas(s),W.B